দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 JUL 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

একান্ত সাক্ষাৎকারে স্বর্ণ পদকপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মাওলানা সালাহ উদ্দীন

আরবী ও ফার্সী ভাষা মাদ্রাসা শিক্ষায় অধিক গুরুত্ব পাওয়া উচিত

প্রশ্ন ঃ একজন আলেম হিসেবে জাতীয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার পাওয়ার পর আপনার অভিব্যক্তি কি?

উত্তর ঃ জীবনে যে সব সাফল্য পেয়েছি তন্মধ্যে এটি আমাকে সবচেয়ে বেশী আপ্লুত করেছে। সরকার আমাকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আমার কর্মের প্রতি যে সম্মান দেখিয়েছে, তাতে আমি অভিভূত।

প্রশ্ন ঃ শিক্ষক জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ কি বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর ঃ যে সকল ছাত্র পড়াই তাদেরকে নিজের সন্তানতুল্য করে গড়ে তোলার চেতনা আমার মধ্যে সব সময় কাজ করেছে এবং আমি মনে করি, প্রত্যেক শিক্ষকের এ শর্তটি থাকা প্রয়োজন।

প্রতিটি শিক্ষকের উচিত ভালবাসা ও আন্তরিকতা দিয়ে এমনভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের মনের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছানো, যাতে একজন ছাত্র যেন সহজেই তার মনের কথা ও সমস্যা শিক্ষকের কাছে খুলে বলতে পারবে। আমি মনে করি প্রতিটি শিক্ষক ছাত্রদেরকে নিজের সন্তান হিসেবে মনে করলে তিনি ভালো শিক্ষক হতে পারবেন। পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে ছাত্রদেরকে আদর্শবান, চরিত্রবান করে গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি শিক্ষকের প্রচেষ্টা থাকা উচিত।

আর একটি কথা- ছাত্রদের পাঠ দেয়ার আগে সে বিষয় সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণার জন্য শিক্ষকের পূর্ব প্রস্তুতি তথা ব্যক্তিগত পড়াশুনা বা লাইব্রেরী ওয়ার্ক করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ঃ মাদ্রাসা শিক্ষার পরিবেশ প্রসঙ্গে মন্তব্য করবেন কি?

উত্তর ঃ মাদ্রাসাগুলো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় পরিচ্ছন্ন, পবিত্র ও নিষ্কলুশ, একটি পরিবেশ এখনো বজায় রাখতে পেরেছে বলে আমি মনে করি। আর সেই পরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য ছাত্র-শিক্ষক সকলেরই ভূমিকা রয়েছে। বরং এ ক্ষেত্রে ছাত্রদের ভূমিকা মাদ্রাসাগুলোতে প্রশংসনীয়। মাদ্রাসার ছাত্ররা পরস্পরকে আপন ভাইয়ের মত মনে করে বলে মাদ্রসাগুলোতে ছাত্রদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ নেই বললেই চলে। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারলে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সন্ত্রাস স্থায়ী হতে পারবে না।

আমি মনে করি, জাতি মাদ্রাসা ছাত্রদের কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করে। ফলে মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে আরো অনেক দায়িত্বশীল হতে হবে।

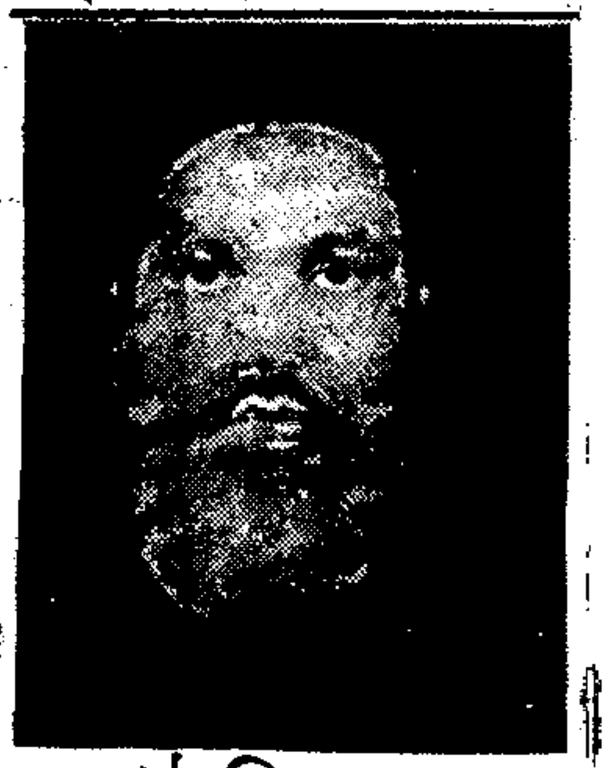

শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের স্বর্ণপদক লাভ

ঢাকা সরকারী আলীয়া মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক মাওলানা মোঃ সালাহউদ্দিন ১৯৯৩ সালের শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের জাতীয় পুরস্কার হিসেবে 'স্বর্ণপদক' লাভ করেন। তিনি ছাত্র জীবনেও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড হতে ১৯৬৩ ইং সালে হাদীসে ১ম শ্রেণীতে ১ম হয়েছিলেন। ১৯৭৭ ইং সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইসলামিক স্টাডিজে ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান লাভ করেছিলেন। তাছাড়া ১৯৮৪ সালে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় (সৌদী আরব) হতে তিনি আরবী ডিপ্লোমায় ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর থানার কলাবাগান নিবাসী হাজী আবদুল মুহিত সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ১৯৬৫ সালের জুলাই মাস থেকে মাদ্রাসা-ই-আলীয়ার শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। "সাইন্টিফিক ইনডিকেশনস ইন দি হোলি কোরআন" বইটির সম্পাদনার সাথেও তিনি সংযুক্ত ছিলেন। এছাড়া শিক্ষা ও বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর আরও কিছু বই প্রণয়নের কাজ চলছে। তিনি বিভিন্ন শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথেও জড়িত আছেন।

প্রশ্ন ঃ মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাস প্রসঙ্গে মন্তব্য করবেন কি?

উত্তর ঃ যেহেতু মাদ্রাসা শিক্ষা সেহেতু আরবী-ফার্সী বিষয়গুলোকে গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করা উচিত। আমি মনে করি, সিলেবাসের আরবী শিক্ষার প্রতি গুরুত্বহীনতার কারণে পাস করার পরও মাদ্রাসার ছাত্ররা আরবী বিষয়াদিতে খুব দুর্বল থেকে যাচ্ছে। ফলে মাদ্রাসাগুলোতে মনের মতো আলেম তৈরী হচ্ছে না। এতে মাদ্রাসা শিক্ষার ভিত ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়বে। এই দুর্বলতা কাটানোর জন্য সিলেবাসে ও পাঠ্যক্রমে ক্রমান্বয়ে আরবী বিষয়গুলোর প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। তাছাড়া ফার্সী ভাষা মাদ্রাসা শিক্ষায় দীর্ঘদিন যাবত অবহেলিত থাকার কারণে মাদ্রাসার শিক্ষার মূল স্পীরিট অর্জিত হচ্ছে না। কারণ, মাদ্রাসা শিক্ষার অধিকাংশ মূল্যবান কিতাবাদি ফার্সীতে লিখিত বিধায় ফার্সী ভাষাও মাদ্রাসা শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

প্রশ্ন ঃ মাদ্রাসা আলীয়ার গবেষণা, প্রকাশনা ও গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে মন্তব্য করবেন কি?

উত্তর ঃ মাদ্রাসা-ই-আলীয়াতে আগে একটি গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর পর বিভাগটি বন্ধ হয়ে যায়। আমি মনে করি, ভালো শিক্ষক তৈরীর জন্য এই প্রকাশনা ও গবেষণা বিভাগটি অবিলম্বে চালু করা উচিত।

আর গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র হলো লাইব্রেরী। আমার প্রিয় প্রতিষ্ঠান মাদ্রাস-ই-আলীয়া। এখানে আমি পড়া-শোনা করেছি, অধ্যাপনাও করছি।

১৭৮০ থেকে মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত। সেই বৃটিশ আমল থেকে এ মাদ্রাসা শিক্ষায় আরবী-ফার্সী, বাংলা ও অংকের সমাবেশ থাকলেও বলা যায়, উপ-মহাদেশে এটি একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী এই মাদ্রাসা লাইব্রেরী। কিন্তু ট্রেনিংপ্রাপ্ত একজন লাইব্রেরীয়ান না থাকার কারণে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ছাত্র-শিক্ষকদের গবেষণা ক্ষেত্রে বিরাট অসুবিধার সৃষ্টি হবে। অধিকাংশ সময় লাইব্রেরী বন্ধ রাখতে হয়। এছাড়া যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে দুষ্প্রাপ্য বইগুলো ইতোমধ্যে বিনষ্ট হতে শুরু করেছে। এভাবে চলতে থাকলে এসব বই অবিলম্বে পাঠের অযোগ্য হয়ে পড়বে।